দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সার্ক লইয়া প্রনব মুখার্জির বক্তব্য প্রসঙ্গে

সার্কভুক্ত দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে সার্বিক সম্পর্কের মাত্রা বাড়াইয়া একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে হাঁটিবে? নাকি; প্রতিবেশীদের মধ্যে সৌহার্দ-সহযোগিতার অনুপস্থিতি, পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস কিংবা ষড়যন্ত্রই হইবে অত্র অঞ্চলের নিয়তি? ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান প্রনব মুখার্জী প্রথমোক্ত পথটি অবলম্বনের মাধ্যমে সকল পক্ষের কল্যাণ নিশ্চিত করিবার জন্য সার্কের দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। সন্দেহ নাই যে, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষই তাঁহার এই আহ্বানের সহিত একমত হইবেন। গত বৃহস্পতিবার ভারতে ক্যাভালরি মেমোরিয়াল লেকচার প্রদানকালে এই আহ্বান জানাইয়াছেন তিনি।

প্রনব মুখার্জি ইউরোপের ইতিহাস হইতে শিক্ষা লইবার কথা বলিতেছেন। ইউরোপের দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে কি না করিয়াছে? ইউরোপীয় প্রতিবেশীরা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ঘৃণা-অবিশ্বাস-রক্তপাতকেই পারস্পরিক সম্পর্কের একমাত্র ধরন বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিল। মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে তাহারা নিজদিগকে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মূল রঙ্গমঞ্চ বানাইয়াছে, যাহাতে অগণিত প্রাণ ও অপরিমেয় সম্পদহানি হইয়াছে। কিন্তু একটা সময়ে আসিয়া, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে, চেতনা আসিয়াছে ইউরোপে। তাহারা একক বাজার, একক মুদ্রা প্রচলন করিয়াছে। তাহারা একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে, এমনকি একটি পার্লামেন্টও চালু করিয়াছে। সময়ে-সময়ে কিছু টানাপড়েনের কথা বাদ দিলে, অতীতের সকল তিক্ততা ভুলিয়া থাকিয়া যৌথতার ভিত্তিতে অগ্রসর হইবার পথ ধরিয়াছে ইউরোপ। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে কি? একই ইতিহাস, একই সংস্কৃতিভুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি সার্ক গঠন করিয়াছে তিন দশক পূর্বে। কিন্তু অর্ধ বিলিয়ন মানুষের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেই সাফল্য অর্জন করিয়াছে, পৌনে দুই বিলিয়ন মানুষের সার্ক তাহার ধারে-কাছে পৌঁছিতে পারিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি? প্রনব মুখার্জি তাঁহার বক্তৃতায় শিষ্টাচারের বশবর্তী হইয়া, সার্ক এখন অবধি অপার সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটাইতে সমর্থ হয় নাই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। তাঁহার বক্তব্যের প্রতি সম্মান রাখিয়াও বলিতে হইতেছে যে অপার সম্ভাবনার বাস্তবায়ন দূরে থাকুক, বস্তুত সার্ক এখন অবধি দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ন্যূনতম বেড়াজালগুলিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। একক বাজার কিংবা একক মুদ্রা অনেক দূরের বিষয়, এখন অবধি সার্কভুক্ত দেশগুলি সার্কবাসীর জন্য অবাধ গমনাগমনের ব্যবস্থাটি পর্যন্ত চালু করিতে সক্ষম হয় নাই। পৃথিবীতে সার্কই সম্ভবত একমাত্র অঞ্চল যেইখানে প্রতিবেশী দেশে গমনের অনুমতি লাভ কখনো-কখনো অত্যন্ত কঠিন একটি পরীক্ষার বিষয়ে পর্যবসিত হয়।

সার্কের অপার সম্ভাবনার বাস্তবায়নের জন্য সড়ক, রেল, নদী, সমুদ্রপথে চলাচল সহজীকরণ, ট্রান্সমিশন লাইন, পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন স্থাপন এবং ডিজিটাল লিঙ্ক বাড়াইবার উপরে গুরুত্বারোপ করিয়াছেন প্রনব মুখার্জি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর আঞ্চলিক সমন্বয় ও সহযোগিতার উপরেও গুরুত্বারোপ করিয়াছেন তিনি। দারিদ্র্য নির্মূল, শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি, বাণিজ্য-বিনিয়োগে গতি আনয়নের জন্য দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদিগের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে "বিপুল এক উল্লম্ফন" এর প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন প্রনব মুখার্জি-অত্যন্ত খাঁটি পর্যবেক্ষণ দিয়াছেন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু তাঁহার এই বক্তব্য গুরুত্বের দিক হইতে অসাধারণ হইলেও, পর্যবেক্ষণের দিক হইতে নূতন কিছু নহে। বিষয়-বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত ও বিশ্লেষকেরা সার্ক প্রসঙ্গে এইসব কথা শুরু হইতে বলিয়া আসিতেছেন। কাজের কাজ কিছু হইতেছে কি? বাস্তবতা এই যে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক এলিটদের বড় একটি অংশ এখন অবধি প্রতিবেশীর প্রতি নানাবিধ ঘৃণা ও অবিশ্বাস জিয়াইয়া রাখিবার মধ্যেই তাঁহাদের স্বার্থ হাসিলে তৎপর আছেন। এই এলিটদিগকে রাজনীতির কেন্দ্র হইতে প্রান্তে না সরানো গেলে, কেবল শুভবোধচালিত হইয়া সার্কের যৌক্তিক ভবিষ্যৎ নির্মাণ কোনোদিন সম্ভব হইবে না।